বিদ্যুৎ খাত ঃ উন্নয়নের রূপরেখা

সরকারের ২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্য

১৩ জানুয়ারী, ২০১১ খ্রিঃ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত ১১৩১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করেছে। সরকার দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নয়নে ২০১৬ সাল নাগাদ মোট ১৪,৭২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় বিদ্যুৎ পরিস্থিতি কি ছিল?

- ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় ৬, জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ৩২৬৭ মেঃওঃ এবং গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ লোড শেড ছিল ১৪৬০ মেঃওঃ।

নির্বাচনী ইশতেহারে বিদ্যুৎ বিষয়ক প্রতিশ্রুতি

- বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো অনুযায়ী ২০১১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫০০০ মেঃওঃ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে ৭০০০ মেঃওঃ-এ উন্নীত করার বিষয়টি নির্ধারিত আছে।
- এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১১ সালের মধ্যে ৬০০০ মেঃওঃ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে ১০০০০ মেঃওঃ-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে, যা নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টোতে উল্লিখিত পরিমানের চেয়ে বেশী।

দু'বছরে কী করা হয়েছে ?

- গত ২ বছরে ২১টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ১১৩১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযোজন করা হয়েছে।
- গত ২বছরে ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ২৯৪১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। আরো ৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ১৪২৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- গত ২ বছরের মধ্যে ২০/০৮/২০১০ তারিখে সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ৪৬৯৮ মেঃওঃ।
- গত সেচ মৌসুমে নিয়মিত শহর এলাকা থেকে প্রায় ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে তা গ্রামাঞ্চলে সেচ কাজের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ১ কোটি ৫ লক্ষ সিএফএল বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে।
- সারা দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষ করে সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বেশ কয়েক বছর যাবৎ সোলার প্যানেল স্থাপনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরসহ অনেক সরকারী দপ্তরে সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

আগামীতে কী করা হবে ?

- আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৫০০০ মেঃওঃ-এ উন্নীত করার কার্যক্রম চলছে।
- তদুপরি ভারত থেকে ৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানীর কাজ পুরোদমে চলছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ এই বিদ্যুৎ আনা সম্ভব হবে।
- ভারতের সাথে বিনিয়োগের মাধ্যমে খুলনায় ১৩৫০মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আরও ১ কোটি ৭৫ লক্ষ সিএফএল বাল্ব ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে। ক্রয় কার্য শেষ পর্যায়ে, যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে। এতে প্রায় ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।
- ২০১৩ সালের মধ্যে দেশ বিদ্যুৎ ঘাটতি থেকে মুক্ত হবে।

নব নির্মিত পাগলা ৫০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনকৃত কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৩ এপ্রিল ২০১০ তারিখে ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১২ মে ২০১০ তারিখে আশুগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে শিকলবাহা ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

২০১৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা নিচের ছকে দেখানো হলো

বৎসর	২০১০ (মেঃওঃ) (কমিশনড)	২০১১ (মেঃওঃ)	২০১২ (মেঃওঃ)	২০১৩ (মেঃওঃ)	২০১৪ (মেঃওঃ)	২০১৫ (মেঃওঃ)	২০১৬ (মেঃওঃ)	সর্বমোট (মেঃওঃ)
সরকারী	২৫৫	৮৫১	৮৩৮	১০৪০	১২৭০	৪৫০	১৫০০	৬২০৪
বেসরকারী	২৭০	১০৫	১২১৯	১২৩৪	১০৫৩	১৯০০	১৩০০	৭০৮১
কুইক রেন্টাল	২৫০	১১৮৫						১৪৩৫
সর্বমোট	৭৭৫	২১৪১	২০৫৭	২২৭৪	২৩২৩	২৩৫০	২৮০০	১৪৭২০

২০১৬ পর্যন্ত বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহ

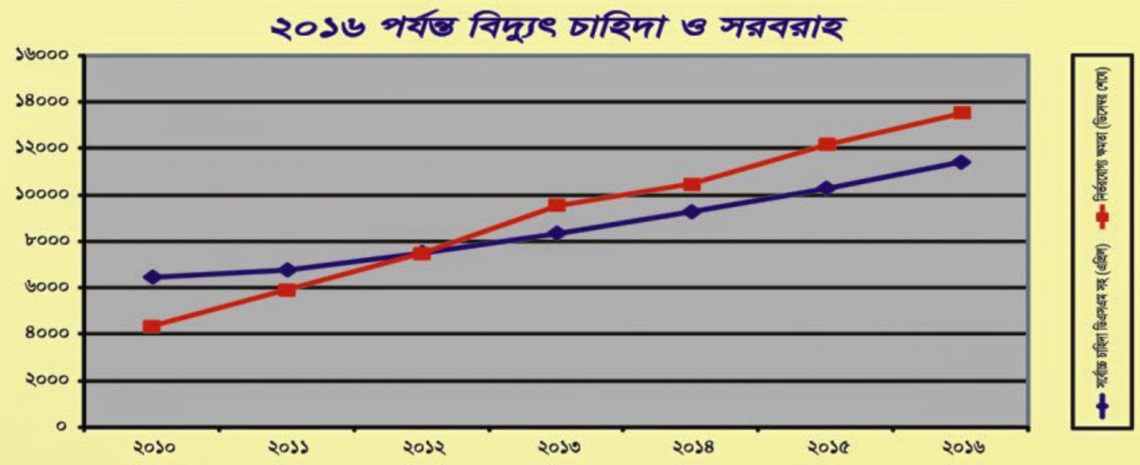

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৭ নভেম্বর, ২০১০ তিতাস উপজেলায় ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকল্পের ছবি নিচে দেখানো হলো

সিদ্ধিরগঞ্জ (দেশ এনার্জি) ১০০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র; সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ ফেব্রুয়ারী, ২০১১।

ঘোড়াশাল (ম্যাক্স পাওয়ার) ৭৮ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র; সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ ফেব্রুয়ারী, ২০১১।

নোয়াপাড়া ১০৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ মার্চ, ২০১১।

খুলনা (কেপিসিএল) ১১৫ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ মার্চ, ২০১১।

মেঘনাঘাট (আইইএল) ১০০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ মার্চ, ২০১১।

মেঘনাঘাট (এইচপিজিএল) ১০০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ মার্চ, ২০১১।

কেরানীগঞ্জ (পাওয়ার প্যাক) ১০০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১।

গত ৩১ জুলাই ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম

কাটাখালী (এনপিএসএল) ৫০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র; সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১।

আমনুরা (সিনহা পাওয়ার) ৫০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র; সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১।

জুলডা, কর্ণফুলী (একর্ণ ইনফ্রা সার্ভিস লিঃ) ১০০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র; সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১।

নওয়াপাড়া (খান জাহান আলী) ৪০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র; সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১।

আশুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১।

সিদ্ধিরগঞ্জ (ডাচ বাংলা পাওয়ার) ১০০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র; সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১।

মদনগঞ্জ (সামিট পাওয়ার) ১০২ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র; সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১।

গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ আগষ্ট, ২০১১।

ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ আগষ্ট, ২০১১।

হাটহাজারী ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র; সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১।

দাউদকান্দি (তিতাস) ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১।

দোহাজারী ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১।

বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১।

বেড়া ৭০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ অক্টোবর, ২০১১।

সিলেট ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ অক্টোবর, ২০১১।

চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ মার্চ, ২০১২।

সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভাব্য চালুর তারিখঃ জুন, ২০১২।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড